চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে মধু মাস উৎসব অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ পার্ক কমিউনিটি সেন্টারে মধু মাস বাংলার ঘরে পাকা ফলের ছড়াছড়ি দাওয়াত দিলাম বন্ধু তোমায় এসো মোদের বাড়ি’ প্রতিপাদ্যে ‘মধু মাস উৎসব ২০২৩’ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

উক্ত আয়োজনে আরোও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচি, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট মানিক আকবর, সভাপতি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট সভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ চুয়াডাঙ্গাসহ প্রিন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং সদর কেন্দ্রিক সকল পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

গ্রেপ্তারকৃত সহকর্মীদের দেখতে গিয়ে আটক হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু। আজ শনিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণ থেকে তাকে আটক করা হয় বলে দাবি করে স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও ২০২২ সালের নাশকতা মামলায় আটক করা হয়েছে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামসহ এর বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আরো ১৬ নেতাকর্মীকে। এঘটনায় তিব্র নিন্দা জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা

বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- জিল্লুর রহমান ওল্টু (৫৬), রফিকুল ইসলাম (৪২), উজ্জ্বল হোসেন (৩৫), আব্দুল আলিম (৩৬), রাজু (৩০), মোখলেস রহমান মিলন (৪৫), সাফায়েত হোসেন (৩৭), ইফতেখারুল ইসলাম (২৯), শফিকুল আজম (৩৭), জহুরুল ইসলাম বেনজির আহমেদ স্বপন (৪৫), নাসির উদ্দিন (৪৫), ওবায়দুর রহমান বেল্টু (৩৩), সাইফুর রহমান (৪৪), ইকতার (৪৫), দেলোয়ার হোসেন ঝন্টু (৪৩), আমিনুল ইসলাম
(৫৭) ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগে অত্র থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইকবাল হোসেন বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামীদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাশকতা সংশ্লিষ্ট মামলায় গতকাল শনিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলায় ৩৩ জনের মত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুর ইসলাম।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলা রয়েছে। রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ তথ্য দিন সেবা নিন- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে বকসিপুর গ্রামে আজ শনিবার বিকেলে থানা

পুলিশের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত একরামুল হোসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথ।

এসময় তিনি বলেন, ‘ আপনাদের গ্রামের হাতে গুনা কয়েকজন মানুষের কারণে সকলের বদনাম হচ্ছে। আপনাদের থানায় যোগদানের পর থেকে চোর ধরা পড়লেই শুনি বকসিপুরের মানুষ সেই চুরির সাথে জড়িত। সেটা মোটরসাইকেল চুরি, পানির পাম্প চুরি, ভ্যান চুরিসহ অধিকাংশ চুরির সাথেই আপনাদের গ্রামে মানুষের নাম শুনি। এখনই এই চোরদের ধরিয়ে দিন। তা না হলে এক সময় আপনাদের পুরো গ্রামের নাম চোরের গ্রাম হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, মাদকের সাথে যারা জড়িত তাদের কোন ছাড় নেই। বাল্য বিয়ে ও ইভটিজিং রোধে আপনারা অবশ্যই পুলিশকে সাহায্য করবেন।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, ডাউকি বিট অফিসার এসআই হাদিউজ্জামান। বকসিপুর গ্রামের শিক্ষক টুটুল হোসেনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন বকসিপুর গ্রামের মন্ডল শমসের আলী, মসলেম আলী, শাহাদৎ হোসেন, ফারুক, আব্দুল খালেক, মহিরদ্দিন, আওয়ামীলীগ নেতা খবির উদ্দিন, রোহনুজ্জামান নাহিদ, আনিস মেম্বার, আব্দুল খালেক, খাইরুল ইসলাম চুন্নু, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নাসিমা খাতুন, মাশুদা খাতুন, সাধারন সদস্য মানোয়ার হোসেন ওল্টু, আবু দাউদ, আব্দুস সালাম, আফাজ উদ্দিন, লাভলুর রহমান, বদর উদ্দিন, আলমডাঙ্গা থানার এসআই দেবাশিষ কুমার, এসআই মারজান, এসআই মাহমুদুল, এএসআই জামির, এএসআই রিয়াজুল ইসলামসহ বকসিপুর গ্রাম ও অন্যান্য গ্রামের কয়েকশ নারী পুরুষ, শিক্ষার্থী প্রমুখ।

গাংনীতে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে

ডাকাতির ঘটনায় ২ ডাকাত গ্রেফতার

গাংনীতে ব্যবসায়ীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ও নগদ টাকা ডাকাতি করার মামলায় ২ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। আজ শনিবার (২০ মে) সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার সময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গাংনী উপজেলার কাথুলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুই ডাকাতকে গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের কাবরান আলীর ছেলে মো: বেল্টু (৩৫) ও একই গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার ইসমাইল হোসেনের ছেলে মো: খোকন ওরফে বুদু(৪৫)।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত ৯ এপ্রিল দিবাগত রাতে সাড়ে ৮ টার দিকে মাসে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি-পুড়াপাড়া রাস্তার হোগলডাঙ্গা এলাকায় গাংনী শহরের ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেন ওরফে সবুজকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ও নগদ টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। এঘটনায় ৩৯৫/৩৯৭ প্যানাল কোড এর ধারায় গাংনী থানায় দায়ের করা মামলা নং ৮, তারিখ ৯/৪/২৩ ইং। ঘটনার কয়েক দিন পর এই ডাকাতির সাথে যুক্ত গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের দুলাল হোসেন, সুরজ আলী, কাজিপুর গ্রামের নাসির উদ্দীন ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার ও মোটরসাইকেল, মোবাইল উদ্ধার করা হয়। এই ডাকাতির ঘটনায় এখনো ৩ আসামি গ্রেফতার হবে বলে জানিয়েছেন ওসি আব্দুর রাজ্জাক।
গ্রেফতারকৃতদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছেন।
আগামিকাল রবিবার (২১ মে) সকালের দিকে আদালতে নেয়া হবে।

মেহেরপুরে পুলিশ-

ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

‘পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স পুলিশসহ অংশীদারি সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটদের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। সংশ্লিষ্ট সবার পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। বিচার বিভাগের সব অংশীদারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা সহজ হবে।’

শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত ‘পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলন-২০২৩’ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মেহেরপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক।

মেহেরপুরে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলনে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিক হাসান, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটতরিকুল ইসলাম ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন। এ সময় জেলার সর্বশেষ আইন শৃঙ্খলার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলনে পুলিশ সুপার মেহেরপুরের প্রতিনিধি হিসাবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন, সিভল সার্জন’র প্রতিনিধি হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্হ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাশ, ডা.জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার তত্বাবধায়ক মেহেরপুর ২৫০ সয্যা জেনারেল হাসপাতাল, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুরের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেল সুপার, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামসহ গাংনী ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জগন এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের প্রতিনিধি, জেলা ট্রাফিক বিভাগের প্রতিনিধি সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে থানা পুলিশের অভিযানে ৮ জন আসামি গ্রেফতার

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে থানা পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত ৮ আসামিকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এদের মধ্যে এস সি ২২/২২ ভবানীপুর গ্রামের আবুল কালামের ছেলে জহুরুল ইসলাম, জিআর ৬৯/২০ আনন্দবাস গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে হিলটন আলী, জি আর ১৫/২০, বাগোয়ান গ্রামের আব্দুল হান্নান খানের ছেলে মনিরুল ইসলাম ওরফে ময়না, সি আর ১১৯/২৩ কোমরপুর গ্রামের মৃত মুরাদের ছেলে মোহাম্মদ আলী, সি আর ১১৯/২৩ কোমরপুর গ্রামের মোহাম্মদের ছেলে সাইফুল ইসলাম, সি আর ১১৯ /২৩ কোমরপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন, সি আর ১১৯/ ২০ কোমরপুর গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম এবং মুজিবনগর থানার নং-৮ মামলার এজাহারভুক্ত আসামী মহাজনপুর গ্রামের খেদের আলীর ছেলে রহিদুল ইসলাম গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশের একাধিক টিম।

গ্রেফতার কৃত আসামিদের শুক্রবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ২

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ২৭ পিস এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ ২ (দুই) জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান নেতৃত্বে এসআই (নি:)মোঃ মাসুদ রানা সঙ্গীয় ফোর্সসহ আজ শুক্রবার দুপুর ১ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন জনৈক নীলরতন সাহার গোডাউনের সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে দুইজন কে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামী বুজরুকগড়গড়ি (কেদারগঞ্জ) গ্রামের কাবিল উদ্দিনের ছেলে মোঃ বদর উদ্দিন বাদল (৩৩), আলমডাঙ্গা থানার জেহালা মুন্সিগঞ্জ গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে মোঃ জানে আলম নয়ন (৪২) ।

এসময় তাদের দেহ তলাশি করে ২৭ (সাতাশ) পিস এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান বলেন,গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

সেই রুপার বিরুদ্ধে ডিজিটাল আইনে মামলা

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অবমাননা করায় মেহেরপুর শহরের বির্তকিত নারী নিলুফার ইয়াসমিন রুপার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আ্ইনে আদালতে মামলা দায়ের করেছে আতাউর রহমানের নামের এক ব্যক্তি।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিক হাসানের আদালতে ১৪১/১৪২/১৪৯/২২৪/৪১৬/৪১৯/তৎসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২১(ক) ধারায় নিলুফার ইয়াসমিন রুপার বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করেন তিনি।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, আসামি নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে দূর্দান্ত প্রকৃতির প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য উল্লেখ করে তিনি

মামলায় লেখেন, রুপা দেহ ব্যবসায়ীর সাথে বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ায়। নিরিহ ব্যক্তিদের ব্লাকমেল করে নগ্ন ছবি তুলে মোটা অংকের টাকা আদায় করে থাকেন।

নিলুফার ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে অপকর্মের বিষয় প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে। যার মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৩২, তারিখ ২/১১/২২ ইং, জিআর মামলা নং ৪২৯/২২ ধারা ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬/পিসি তৎসহ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে ৮(১), ৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ।

আতাউর রহমান তার মামলায় আরো অভিযোগ করেন, আসামি নিলুফার ইয়াসমিন মেহেরপুর শহরে বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়াই। নিরিহ মানুষদের ফাঁদে ফেলে টাকা পয়সা আদায় করে থাকে।
আসামির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলা (জিআর ৪২৯/২২ মামলা) থেকে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য নিজে মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সদস্য না হয়েও মামলার বিচার কার্যক্রম ব্যাঘাত করার জন্য ও পুলিশ প্রশাসনকে চাপে রাখার জন্য আসামি বেআইনিভাবে মানববন্ধন করেছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ও মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে ঘটনার তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বেআইনি সমাবেশ করে বক্তব্য রাখেন। এ ধরনের বেআইনি সমাবেশ ও বক্তব্য রাখায় আওয়ামীলীগের আমার ও স্বাক্ষীসহ জনগণের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে।

তিনি লেখেন, নিলুফার ইয়াসমিন আওয়ামীলীগের কোনো বা বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগের কোনো সদস্য বা কর্মি নন। তারপরেও অপরের রুপ ধারণ করে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে বঙ্গবন্ধুর সৈনিকলীগের মিথ্যা সদস্য দাবী করে ষড়যন্ত্রমুলকভাবে বেআইনি সমাবেশ করে আওয়ামীলীগের ভাবমূর্তি খুন্নু করেছে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং প্রধান মন্ত্রীর ছবি সঠিক স্থানে প্রতিস্থাপন না করে যত্রতত্র ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধ চারণ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিধান লংঘন করেছেন।
এ

সময় বাদী পক্ষের আইনজীবি সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন

উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা গত ১১/০৫/২৩ ইং তারিখ বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভিতরে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবী জানিয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের ব্যানারে মানববন্ধন করেন। এসময় দেখা যায় তার পোস্টারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি নিলুফার ইয়াসমিন রুপার ছবির নিচে রয়েছে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

হরিণাকুণ্ডুতে হেলমেট বিহীন বাইক চালকের জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় তিন জন মোটরসাইকেল চালকের জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ মে) বিকালের দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর আহমেদ এই জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ৫ নং কাপাশাটীয়া ইউনিয়নের শিতলী বাজার সংলগ্ন ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট বিহীন মোটরযান চালানোয় তিন অভিযুক্তকে সড়ক পরিবহন আইন,২০১৮ এর ৪৬ ও ৯২ ধারার আলোকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এবং অভিযুক্তদের তিনটি মামলায় সর্বমোট ১ হাজার ৫০০ শত”টাকা নগদ অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ ব্যাপারে সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর আহমেদ বলেন,রাস্তায় শৃঙ্খলা ফেরাতে এবং সড়ক দূর্ঘটনার নিয়ন্ত্রণ করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট বিহীন মোটরযান চালনা করায় তিন অভিযুক্তকে এক হাজার পাঁচশত টাকা জরিমানা করা হয়। এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কাজে থানা পুলিশ ও ভূমি কার্যালয়ের

কর্মচারীরা সহযোগিতা করে।

মেহেরপুরে পরিবেশ অধিদপ্তরকে আদালতের স্বপ্রণোদিত আদেশ

পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য মতে মেহেরপুর জেলায় মোট ৯৩ টি ইটভাটা আছে। এর মধ্যে একটি বাদে সবগুলো ইটভাটা অবৈধ। বছরের পর বছর এটা নিয়ে সংবাদ প্রচারিত হলেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। গত ১৭ মে, ২০২৩ খ্রি তারিখ দৈনিক কালের কন্ঠ ১১ মে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ করাতকল, গাছ উজার” শিরোনামে একটি সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদটি মেহেরপুর পরিবেশ সংক্রান্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এর নজরে এলে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, প্রকাশিত সংবাদ দৃষ্টে ৯৩ টির মধ্যে একটি ব্যতীত সকল ইটভাটা অবৈধভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং আবাসিক এলাকা ও আবাদী কৃষি জমির পাশে ইট ভাটা স্থাপন, কৃষি জমির উর্বর মাটি দিয়ে ইট প্রস্তুত, এমনকি প্রকাশ্যে ইট ভাটার মধ্যে নিষিদ্ধ করাত কল স্থাপন করে বেআইনিভাবে কয়লার পরিবর্তে গাছ-কাঠা দিয়ে ইট পোড়ানো হচ্ছে মর্মে দেখা যায়।

এমতাবস্থায়, উক্ত সংবাদটি সঠিক হয়ে থাকলে তা পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮৯, সহ পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা ও ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালার সুস্পষ্ট লংঘন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আদালত তার আদশে আরও উল্লেখ করেন যে, মেহেরপুর একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। এই জেলায় প্রচুর পরিমান শাক-সব্জি, ফল-মূল এবং ফসল উৎপাদিত হয়। আবাসিক এবং ফসলী জমির পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ইট ভাটার কারনে শুধু যে সাধারন মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে তা নয় বরং কৃষি ও পরিবেশের ব্যপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা

দিয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত এবিষয়ে বিভিন্ন গনমাধ্যমে লেখালেখি এবং আলোচনা সমালোচনা হলেও প্রশাসন কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তর কোন দৃশ্যমান ও কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করেনি মর্মে আদালতের গোচরীভূত হয়েছে।

এমনকি আদালত হতে পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে ইতিপূর্বে অবৈধ এবং পরিবেশের দূষণকারী ইটভাটাসমূহের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান সত্বেও অদ্যাবধি কোন ইটভাটা বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। আদালতের আদেশের পর কয়েকটি ভাটায় অভিযান পরিচালনা করে সামান্য জরিমানার করা হলেও কঠোর ও কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। আদালতের আদেশের পর কয়েকটি ভাটায় অভিযান পরিচালনা করে সামান্য জরিমানার করা হলেও কঠোর ও কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি মর্মে দেখা যায়। ফলে জরিমানা পরিশোধ করে পুনরায় সেসকল ভাটা আইনের বিধান লংঘন করে পরিবেশ দূষণ এবং মানুষের জীবন ও সম্পদের জন্য ক্ষতিকর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অথচ পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার উপপরিচালকের স্বীকৃতমতেই মেহেরপুরের একটি ব্যতীত সকল ইট ভাটা অবৈধ। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এবং সরকার পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহন করেছে। পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য সরকার পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ সহ অনেকগুলো বিশেষ আইন ও বিধি প্রনয়ন করেছে। উক্ত আইনের ধারা ৩ এর বিধান অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন করা হয়েছে।

অধিদপ্তরকে পরিবেশ সংরক্ষন, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন ও প্রশমনের গুরুত্বপুরন দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষমতা অধিদপ্তরকে প্রদান করা হয়েছে।

সরকার উক্ত আইন ও বিধি সমূহ লংঘনের ক্ষেত্রে কঠোর সাজার বিধান এবং দ্রুত বিচারের নিমিত্ত পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ প্রনয়ন করেছে। উক্ত আইন দ্বারা পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধ দ্রুত বিচারের জন্য পরিবেশ আদালত এবং স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ বিগত ২৩ বছরে মেহেরপুরের পরিবেশ আদালত ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি মর্মে আদালত তার পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন।

ইতিপূর্বে আদালতের নির্দেশ এবং স্বীকৃতমতে প্রায় শতভাগ অবৈধ ইটভাটা থাকা সত্বেও কোন ইটভাটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করার ঘটনাটি বেশ বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক। যৌক্তিক কোন কারণ ছাড়া জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর সব জেনেশুনেও অবৈধ প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করার ঘটনাটি স্পস্টতই দায়িত্ব অবহেলা বলে আদালত অভিমত প্রদান করেন।

বিধায় জনস্বার্থে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ১৯০ (১) (গ) অনুযায়ী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি বিবেচনায় নিয়ে উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে এ বিষয়ে তদন্ত ও উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক আগামী ১ জুন আদালতে হাজির হয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে আদালত।